R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228 STD 03483 Regd. No.—WB/MSD- 4

ভর্তি চলছে

মহকুমায় সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক পন্থায় আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে সব বয়সের পুরুষ ও মহিলাদের শরীর সুস্থ ও সক্ষম রাখার প্রয়াসে—

হেলথ লাইন

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

(শিবাজী সংঘের সন্নিকটে)

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজি নং— ১২ / ১৯৯৬-৯৭

(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক অনুমোদিত)

ফোন ঃ ৬৬৫৬০

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৫শ বর্ষ
৪২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৫শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৫ সাল।
১০ই মার্চ, ১৯৯৯ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সুপারবিহীন মহকুমা হাসপাতালের লাগামহীন অবস্থা, দফায় দফায়

ডেপুটেশনে ভারপ্রাপ্ত সুপার জেরবার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সুপারবিহীন জঙ্গীপুর মহকুমা হাসপাতালে আবার 'আমরা সবাই রাজা'-র রাজত্ব কায়েম হয়ে গেছে। স্থায়ী সুপার মইনুল হক গত সেপ্টেম্বর মাসে বন্যার সময় ফরাক্কা ব্লকের বেনিয়াগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেপুটেশনে আজও গিয়েছেন তো কালও গিয়েছেন। তাঁর মাইনে জঙ্গীপুর হাসপাতাল থেকে হলেও তিনি স্থায়ীভাবে আর সুপারের চেয়ারে বসতে রাজী হচ্ছেন না। এ ব্যাপারে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মী সংগঠন এমনকি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরাও সি এম ও এইচের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন। সেই গত সেপ্টেম্বর '৯৮ থেকে অস্থায়ীভাবে সি এম ও এইচ এই হাসপাতালেরই ডাক্তার গোপাল কেশরী ও মনোরঞ্জন চৌধুরীকে আর্থিক ও প্রশাসনিক দেখভালের দায়িত্ব ভাগ করে দেন। বর্তমানে ডাঃ চৌধুরী সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে পুরো সমস্যার বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন ডাঃ কেশরীর উপর। ডাঃ কেশরীর উপরদম অবস্থা হলেও সি এম ও এইচের অনুরোধক্রমে অন্ততঃ মার্চ '৯৯ পর্যন্ত ডাঃ কেশরীকে সুপারের দায়িত্ব চালিয়ে যাবার নির্দেশ এসেছে। সম্প্রতি হাসপাতালে আসা ডাঃ শুভেন্দু রায়ের সুপারের দায়িত্ব নেবার কথা থাকলেও এখনও কোন লিখিত নির্দেশ আসেনি। হাসপাতালে বর্তমানে অপারেশন বন্ধ, এক্সরে হয় না, বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষাও বন্ধ, হাসপাতালের গাড়ী প্রায়ই অচল। ২৫০ শয্যার হাসপাতালে রোগী নিয়মিত এবশোও থাকে না। অন্যদিকে নার্সিংহোমগুলোতে রোগী ভর্তি। এই পরিস্থিতিতে একটু আর্থিক স্বচ্ছল মানুষ দৌড়চ্ছে কলকাতা নাহলে নেহাত বহরমপুর। এখানকার হাসপাতাল ও ডাক্তারদের প্রতি আশা ভরসা জঙ্গীপুরবাসীদের একেবারে শেষ তলানীতে এসে ঠেকেছে। তবু হুঁশ নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার, স্থানীয় বিধায়ক বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের। এছাড়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির হালহকিকত কহতব্য নয়। এমতাবস্থায় ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত সুপারকে দেওয়া হচ্ছে দফায় দফায় ডেপুটেশন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ফেডারেশনের পক্ষে বিজয় মুখার্জী, মোয়াজ্জেম হোসেন, মহাদেব মিশ্র প্রমুখরা ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ কেশরীকে ডেপুটেশন দেন। তাঁদের ডেপুটেশনে দাবীদাওয়ার মধ্যে ছিল কর্মীদের বেতনে অসাম্য দূর করা, বদলী হওয়া কর্মীরা জোর করে বেআইনীভাবে কোয়ার্টার দখল করে রাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, হাসপাতালে সুস্থ পরিষেবা চালু রাখা প্রভৃতি। স্বভাবতই বিব্রত ভারপ্রাপ্ত সুপার ডাঃ গোপাল কেশরী বলেন, হাসপাতালে কর্মী সংগঠনগুলি দফায় দফায় ডেপুটেশনই দিচ্ছে। কিন্তু হাসপাতাল সুষ্ঠুভাবে চালানোর ব্যাপারে কোন পক্ষেরই কোন আন্তরিক সহযোগিতা পাচ্ছি না। জানা যায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের কাজের কথা বললে তারা সরাসরি উপরি পাওনা চেয়ে বসছে। মাঝে মধ্যেই এমারজেন্সিতে নাইট ডিউটিতে নার্স ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা মৌখিকভাবে ওয়ার্ডমাষ্টারকে বলেই বেপাত্তা হয়ে যায়। সম্প্রতি এরকম ঘটনা একদিন ঘটায় সুপারকে নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে অন্য এক অনভিজ্ঞ কর্মীকে জোর করে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শর্তসাপেক্ষে জনস্বার্থে জায়গা ছাড়ল হিন্দু মিলন মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ ভাগীরথীতে সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে জঙ্গীপুর পুরসভার চালু গাড়ীঘাটকে স্থানান্তর করে রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানের কাছে অস্থায়ী ঘাট চালুর বিতর্কের অবসান হলো। গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত শ্মশান সংলগ্ন হিন্দু মিলন মন্দির কর্তৃপক্ষ জঙ্গীপুর পুরসভাকে কিছু শর্তের বিনিময়ে তাঁদের জমিতে শ্মশানঘাট প্রবেশদ্বারের পাশ দিয়ে গাড়ীঘাটে যাতায়াতের রাস্তা জনস্বার্থে অস্থায়ীভাবে ছেড়ে দিলেন। পুরসভার সেখানে কোনও জায়গা নাই। জেলা পরিষদের অনুকূলে শহর দূরবর্তী দফরপুর বা সুজাপুর ছাড়া অস্থায়ী ঘাটের জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। মিলন (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিদ্যুতের ছোবলে ছাত্রের মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ২৭ ফেব্রুয়ারী এই থানার আন্ধুয়া গ্রামের মাহিল সেখ (১০) নামে এক বালক বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মারা যায়। খবরে প্রকাশ এই গ্রামে কারোর বাড়ীতেই বিদ্যুৎ সংযোগকরণ নেই। এনটিপিসি গ্রামের রাস্তায় বিদ্যুৎ দিয়েছে। সেই রাস্তার পোল থেকে হুকের সাহায্যে গ্রামের লোকে বাড়ীতে বাড়ীতে বিদ্যুৎ টেনে নিয়েছে। এই হুকের তার ছিঁড়ে গিয়ে পুকুরের জলে পড়ে। আর সেই জলে নামতে গিয়ে বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ যায় মাহিল সেখের। এই বালকের অকাল মৃত্যুতে সমস্ত গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। মাহিল নিশিন্দ্রা হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

বাজার ঘুজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।

সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

ফোন : আর ডি ডি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৫ সাল।

॥ বিহার প্রসঙ্গে ॥

সমস্ত জল্পনা-কল্পনা ও নানা তৎপরতার অবসান হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হওয়ার ফলে বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি সোচ্চার হইয়াছিল। যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়, তাহাতে যুক্তি-নীতি যাহাই থাকুক না কেন, রাজনীতির দর্শনে তাহা গ্রাহ্য নহে। গ্রাহ্য যদি হইত, তবে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় জয়ী হইয়া রাজ্যসভাতেও সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। কংগ্রেস দল রাজ্যসভায় এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে অস্বীকার করায় তাহা প্রত্যাহার করিবার সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য হইয়া লইতে হইয়াছিল। রাজ্যসভায় বিজেপি জোট সরকারের সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকায় সরকার পক্ষ কিছুদিন যাবৎ খুব চিন্তায় ছিলেন। সমর্থন পাইবার জন্য চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস দল অনড় ও অস্বীকৃত থাকায় কেন্দ্রীয় সরকারকে পিছু হটিতে হইল। অতঃপর বিহারে রাবড়িদেবী সরকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা রহিল না। গত সোমবার কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রস্তাব প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে।

জন্মলগ্ন হইতেই কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকার টলমল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতেছে। সরকারে সুস্থিত হইয়া দেশ শাসনের সুযোগ এই জোটের ভাগ্যে ছিল না। নানা শরিকী বায়নাক্কা পূরণ করিতে তিক্ত বটিকা গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে। 'এই বুঝি শরিকী সমর্থন চলিয়া যায়, সরকারের পতন ঘটে'—এই আশঙ্কার মধ্য দিয়া হয়ত রাজনীতি করা যায়, জনকল্যাণমূলক শাসনকার্য তাহাতে পদে পদে ব্যাহত হয়। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়াই সবকিছু চলিতেছিল।

অবস্থাকে কাজে লাগাইবার জন্য বিজেপি জোট সরকারের পতন ঘটাইয়া কেন্দ্রে পুনরায় অন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা কিছু কিছু দলের কাম্য যে ছিল না, এমত বলা যায় না। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দলের প্রতি অন্যান্য বিজেপি জোট বিরোধী দল নানা আবেদন জানাইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেস দলের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্য এই ব্যাপারে ছিল না। নূতন সরকার গড়িতে হইলে কংগ্রেসকে অন্য দলের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। আর তাহার ফলে বিজেপি জোট সরকারে বিজেপি দলের মত কংগ্রেস দলের অবস্থা হইতে পারে কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলে কোন প্রশ্নই দেখা দিত না। তাই কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী 'ধীরে চল' নীতির পক্ষপাতী ছিলেন নানাভাবে বিজেপি দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করিয়া কংগ্রেস দলের উজ্জীবন তিনি চাহিতেছেন। বিজেপি তাহার কর্মকাণ্ডের জন্য জনসমর্থন হারাইয়া দুর্বল হউক, ইহাই তিনি চাহেন যাহাতে আগামী লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস দল পুনরায় দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ মনোভাবের বশেই বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রস্তাব যাহা কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছিল, তাহার বিরোধিতা তিনি প্রাথমিক অবস্থায় করেন নাই। তিনি বিহারে লালুপ্রসাদ ও মুলায়েম সিং যাদবের প্রভাব খর্ব করিতে চাহিয়াছিলেন এবং মুসলমান ও দলিত সমর্থনপুষ্ট হইয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিতে প্রয়াসী ছিলেন। বিহার ইস্যুতে রাজ্যসভায় কংগ্রেস বিজেপি জোট সরকারকে সমর্থন না করায় কংগ্রেস সভানেত্রীর উদ্দেশ্য কতটুকু সিদ্ধ হইবে, তাহা বলা যায় না। হয়ত তাঁহার অন্যতর কর্মপন্থা গ্রহণের ইচ্ছা আছে। কিন্তু বিজেপি জোট সরকারকে রাজ্যসভায় বেকায়দায় ফেলিয়া বিজেপি-র আশু পতন ঘটান যাইবে না, ইহা তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতেছেন।

কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান সমাবেশ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ ফেব্রুয়ারী সিপিএম জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, সাম্প্রদায়িকতা ও কংগ্রেসের খুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অবস্থান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন স্থানীয় গাড়ীঘাটে জোনাল কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উদয় ঘোষের সভাপতিত্বে ও জেলা কমিটির সদস্য প্রাণবন্ধু মালের ভাষণের মধ্যে দিয়ে ১১০ জন মহিলা-পুরুষ সদস্যদের নিয়ে অবস্থান কর্মসূচী শুরু হয়। সি আই টি ইউ কৃষক সভা, গণনাট্য সংঘ, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, মহিলা সমিতি, এস এফ আই, ডি ওয়াই এফ আই সংগঠনের পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন। বেলা ৩টা পর্যন্ত অবস্থান কর্মসূচী চলে। বিকেলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু সমাবেশ। সমাবেশে সি পি আই (এম) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির সদস্য মোজাফ্ফর হোসেন, জঙ্গীপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, জেলা কমিটির সদস্য গিয়াসুদ্দিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই বক্তব্যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির তীব্র বিরোধীতা করেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে নেতা, কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপর কংগ্রেসের খুনে বাহিনীর আক্রমণ, খুন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, জঙ্গিপুর রঘুনাথগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের আশা ভাগীরথীর উপর সেতু নির্মাণ। সেই সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ সেতু নির্মাণের কাজে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা করছে। তিনি সেতু নির্মাণের কাজকে সুষ্ঠুভাবে করাতে সমস্ত স্তরের মানুষকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

অরঙ্গাবাদ : গত ৭ মার্চ ছাবঘাটী কে, ডি বিদ্যালয়ের বর্ষব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের দ্বিতীয় পর্বের মুখ্য অনুষ্ঠানের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য স্কুল প্রাঙ্গণে এক সাধারণ সভা হয়। জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মনীষকুমার রায়ের সভাপতিত্বে এবং এলাকার বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রধান অনুষ্ঠান হবে আগামী ১ থেকে ৩ মে। অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে দেশের বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা যায়।

মহকুমার সাতটির মধ্যে ছটি ব্লকেই আই সি ডি এস চালু হ'ল

রঘুনাথগঞ্জ : সমসেরগঞ্জ বাদে মহকুমার ছটি ব্লকেই পৃথক সি ডি পি ও নিয়োগ করে আই সি ডি এস প্রকল্প চালু হয়ে গেল এক সাক্ষাৎকারে মহকুমা শাসক মণীষ রায় জানান, মার্চের মধ্যেই সমসেরগঞ্জেও এই প্রকল্প চালু করা যাবে বলে মনে করছি। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের পরীক্ষা গত ১৩ ডিসেম্বর হয়ে গেছে। সেখানে শীঘ্রই নিয়োগ শুরু হয়ে যাবে।

জায়গা বিক্রী

মিঞাপুর, জয়রামপুর ও বালিঘাটায় প্লট করে বাসোপযোগী জায়গা বিক্রী করা হবে।

চুনীলাল মুখার্জী
রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা
ফোন : ৬৬৭০৫

সি আই টি ইউ এর গণতান্ত্রিক কনভেনশন

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারী সি আই টি ইউ রঘুনাথগঞ্জ ব্লক কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে বীমা ও পেটেন্ট বিল প্রত্যাহারের দাবীতে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটি গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ব্লকের বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক কর্মচারীরা কনভেনশনে হাজির ছিলেন। কনভেনশনের সভাপতি পূর্ণচন্দ্র গোঁচি ও সিটু নেতা উদয় ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সমালোচনা করেন ও এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান। ২২ ফেব্রুয়ারী ঐ একই দাবীতে সারা ভারত প্রতিবাদ দিবসের সিদ্ধান্ত অনুসারে রঘুনাথগঞ্জে সিটু, ১২ই জুলাই কমিটি, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি মিছিল ও পথসভার মাধ্যমে দিনটি পালন করে।

এখানে বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দিতে যে কোন রবার ষ্ট্যাম্প এক ঘণ্টার মধ্যে সরবরাহ করা হয়।

বন্ধু কর্ণার
অসিত বারিক
রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রকৃতির নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদের অবাধে মানুষ ব্যবহার করছে। অতিব্যবহারের ফল যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সন্তাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে—নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে, কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসমানের হানি না ঘটিয়ে। নিষেধ-মূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই। প্রস্তুত হতে হবে দূষণমূলক পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

No. 86 (32) Int./Msd. Date 18/2/99

কাঁচা বিড়ি সরবরাহের
।। টেণ্ডার নোটিশ ।।

এতদ্দ্বারা সরকারের সকল নির্দেশ মানিয়া কাঁচা বিড়ি সরবরাহেচ্ছু এবং লেবেল প্যাকিং করিতে ইচ্ছুক বিড়ির ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল এক্সাইজ এস, আর, পি ট্রেড নোটিশ নং ৫২/৯৩ মোতাবেক নথিভুক্ত ঠিকাদার-গণকে জানানো যাইতেছে যে, অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এসো-সিয়েশনের সদস্যগণ বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে (অরঙ্গাবাদ, মিঞাপুর, ওমরপুর, ধুলিয়ান, বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচক, চামাগ্রাম, টুঙ্গিদীঘি, করণদীঘি, দোমোহনা শাখা অফিসসহ) ১৯৯৯-২০০০ সালে বাঁধাই কাঁচা বিড়ি সরবরাহের জন্য এবং লেবেল প্যাকিং করার জন্য সিল্‌ড টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন।

উক্ত টেন্ডার ১৯৯৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ (পাঁচ) ঘটিকার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কোম্পানীতে উক্ত ৩১শে মার্চ ১৯৯৯ তারিখেই উপস্থিত টেন্ডারদাতার সম্মুখে উক্ত টেন্ডার খোলা হইবে এবং কোন কারণ না দর্শাইয়া কর্তৃপক্ষ যে কোনও টেন্ডার বা টেন্ডারসমূহ বাতিল বা গ্রহণ করিতে পারিবেন। টেন্ডারের নমুনা ও বিড়ির শেপ বা সাইজ এবং লেবেল প্যাকিং এর পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট কোম্পানী অফিস হইতে বিশদভাবে অবহিত হইতে পারেন।

তারিখ—১/৩/৯৯
অরঙ্গাবাদ
ফোন ঃ ০৩৪৮৫/৬২৪৫১

ইতি—
জগন্নাথ সরকার ও রেজাউল করীম
যুগ্ম সম্পাদক
অরঙ্গাবাদ বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন

বিজ্ঞপ্তি

১। রঘুনাথগঞ্জ নবনির্মিত বাসষ্ট্যাণ্ডের বাণিজ্যিক কেন্দ্রের দোকানঘর লটারীর মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হইবে।

২। মাসিক ভাড়া হিসাবে ঘরগুলি দেওয়া হইবে।

৩। লটারীতে বিজয়ী প্রার্থীদের এককালীন সর্বনিম্ন ৫০,০০০·০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবে যাহা কোন অবস্থাতেই ফেরৎ হইবে না।

৪। সাদা কাগজে দরখাস্তের ভিত্তিতে লটারীর টিকিট বণ্টন করা হইবে। সমস্ত আবেদনকারীগণকে ওয়ার্ড কাউনসিলার মহাশয়ের স্বাক্ষর সহযোগে আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০/৩/১৯৯৯।

৫। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পৌরভবন হইতে লটারীর টিকিট বিক্রয় করা হইবে। টিকিট মূল্য ২৫০ টাঃ।

৬। সমস্ত টিকিট বিক্রয় হইলে প্রকাশ্যে লটারীর মাধ্যমে ভাড়াটিয়া ঠিক করা হইবে।

৭। ভাড়া বন্দোবস্ত দেওয়ার পূর্বে সকল ভাড়াটিয়াগণকে একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৮। প্রয়োজনে দিনক্ষণ পরিবর্তন হইতে পারে।

৯। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য পৌরসভায় যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি
জঙ্গীপুর পুরসভা

ছাড়ল মিলন মন্দির (১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্দির কর্তৃপক্ষের শর্ত বলতে আছে—পুণ্যার্থী ও শবযাত্রীদের নিরাপত্তার্থে রাস্তার দুপাশে দেওয়াল দেওয়া, অন্ততঃ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত রাস্তায় পুলিশ পাহারা রাখা, শ্মশান যাবার রাস্তাটি মোরাম থেকে পীচ রাস্তায় রূপান্তরিত করা, অস্থায়ী শৌচাগার তৈরী করা, তিনটি পাটনী পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সমস্ত শর্ত পুনর্বিবেচনা আন্তরিকভাবে বিবেচনা ও এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন বলে মিলন মন্দির কমিটির পক্ষে চিত্ত মুখার্জী জানান।

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক— **ডাঃ সাহা**

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাবলু, টি), এফ. ডাবলু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার 'কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ডাঃ মহসীন বিশ্বাস চলে গেলেন

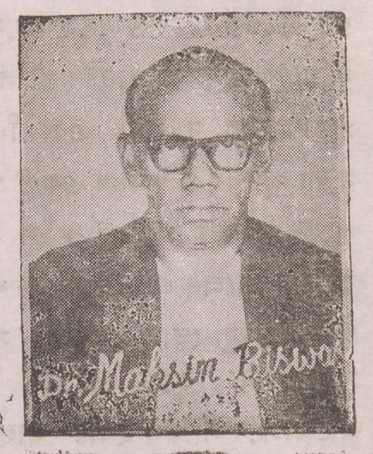

গত ২৫শে মাঘ (ইং ৮/২/৯৯) রোজ সোমবার বেলা ১১ টায় প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মোঃ মহসীন সাহেব (পিতা মরহুম কবিরাজ মোঃ জেল্লার রহমান বিশ্বাস) স্বজ্ঞানে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল (ইন্না—লিল্লাহে.....) করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বৎসর। তিনি স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের রেখে গেছেন। আমরা তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

মরহুমের পরিবারবর্গ
নতুন শিবনগর, পোঃ চাচণ্ড
(ভায়া নিমতিতা), মুর্শিদাবাদ

ভারপ্রাপ্ত সুপার জেরবার (১ম পৃষ্ঠার পর)

এমারজেন্সিতে নাইট ডিউটি করাতে হয়। কেউ কারও হুকুম মানতে নারাজ। অথচ গত দু-এক মাস আগে যেখানে হাসপাতালে সমস্ত কর্মীদের মাইনে বাবদ সরকারের খরচ হতো সাত লক্ষ টাকা, বর্তমানে সেখানে দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে পনের লক্ষ। এ তথ্য হাসপাতালের খোদ এ্যাকাউন্ট বিভাগ থেকেই প্রাপ্ত। এই অরাজকতার মধ্যেই গত ৫ মার্চ এমারজেন্সিতে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। সেদিন ডিউটিতে ছিলেন ডাঃ সঞ্জীব সাহা। হাসপাতালেরই ডেপুটেশনে থাকা বিতর্কিত ডাক্তার তাপস ঘোষ তাঁর স্ত্রী সুচয়িতা ঘোষকে মারধোর করে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সুচয়িতা দেবীর আঘাত দেখে ডাঃ সাহা এমারজেন্সিতে তাঁর টিকিট ইস্যু করতে দ্বিধা করলে ডাঃ ঘোষ নিজেই টিকিট (নং ১৯৬৮) ইস্যু করে ওটিতে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা করেন। পরে ঐ বেনিয়ম ঢাকতে ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরীর মধ্যস্থতায় নাকি ডাঃ সঞ্জীব সাহা ঐ টিকিটে সইও করেন। ডাঃ ঘোষকে ওটিতে সহায়তা করেন ইনডোর ষ্টাফ সিষ্টার মৌসুমী সিনহা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিকের করণ
সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প

ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা—৯ (৯)/আইসিডি/এস এস জে তাং ১৯/০২/৯৯

বিজ্ঞপ্তি

সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন কেন্দ্রের জন্য কিছু অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ও সাহায্যকারিণী পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। ঐ সকল পদে যোগদানে ইচ্ছুক মহিলারা ০৫/০৪/৯৯ তারিখ থেকে ২৬/০৪/৯৯ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কার্য দিবসে সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিসে পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত জমা দিতে পারেন। বিশদ বিবরণের জন্য উপরিউক্ত দিনের মধ্যে যে কোন কার্য দিবসে সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

পার্থসারথি বসু
১৯/০২/৯৯
শিশুবিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
সামসেরগঞ্জ সুসংহত শিশুবিকাশ প্রকল্প
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ

Memo No. 116 (2) Inf. Msd. Date 8. 3. 99